শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ

সর্ব্বধামশিরোমণি সন্ধিনীবিলাস।
ষোলক্রোশ নবদ্বীপ চিদানন্দবাস।।
সর্ব্বতীর্থ-দেব-ঋষি-শ্রুতির বিশ্রাম।
স্ফূরক্ নয়নে মম নবদ্বীপ-ধাম।।১
মাথুর মণ্ডলে ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন।
গৌড়ে নবদ্বীপ তথা দেখুক্ নয়ন।।
একের প্রকাশ দুই অনাদি চিন্ময়।
প্রভুর বিলাস-ভেদে শুদ্ধ ধামদ্বয়।।২
প্রভুর অচিন্ত্যশক্তি অনাদি চিন্ময়ে।
জীব নিস্তারিতে আনে প্রপঞ্চ-নিলয়ে।।
সেই কৃষ্ণকৃপাবলে জড়-বদ্ধ জন।
বৃন্দাবন নবদ্বীপ করুক দর্শন।।৩
যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ।
চিন্ময় বিশেষ সুধা করে আস্বাদন।।
অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আস্বাদিতে নারে।
ক্ষুদ্র জড় বলি তারে নিন্দে বারে বারে।।৪
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত-কৃপা যোগ্যতা কারণ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন।।
জ্ঞানকর্ম্মযোগে সেই যোগ্যতা না হয়।
শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয়।।৫
জড় জাল জীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেই ক্ষণ।
জীবচক্ষু করে ধাম-শোভা দরশন।।
আহা কবে সে অবস্থা হইবে আমারে।
দেখিব শ্রীনবদ্বীপ জড়মায়া পারে।।৬
অষ্টদলপদ্মনিভ ধাম নিরমল।
কোটি চন্দ্র জ্যোৎস্না জিনি অতীব শীতল।।
কোটি সূর্য্যপ্রভা যিনি অতি তেজোময়।
আমার নয়ন-পথে হইবে উদয়।।৭
অষ্টদ্বীপ অষ্টদল মধ্যে দ্বীপবর।
অন্তর্দ্বীপ নাম তার অতীব সুন্দর।।
তার মধ্য-ভাগে যোগপীঠ মায়াপুর।
দেখিয়া আনন্দলাভ করিব প্রচুর।।৮
ব্রহ্মপুর বলি শ্রুতিগণ যাকে গায়।
মায়ামুক্ত চক্ষে আহা মায়াপুর ভায়।।
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল নাম মহাবন।
যথা নিত্যলীলা করে শ্রীশচীনন্দন।।৯
ব্রজে সেই ধাম গোপ-গোপীগণালয়।
নবদ্বীপে শ্রীগোকুল দ্বিজবাস রয়।।
জগন্নাথমিশ্র গৃহ পরম পাবন।
মায়াপুরমধ্যে শোভে নিত্য নিকেতন।।১০
মায়াজালাবৃত চক্ষু দেখে ক্ষুদ্রাগার।
জড়ময় ভূমি জল দ্রব্য যত আর।।
মায়া কৃপা করি জাল উঠায় যখন।
আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন।।১১
যথা নিত্য-মাতাপিতা দাসদাসীগণ।
শ্রীগৌরাঙ্গে সেবে প্রেমে মত্ত অনুক্ষণ।।

লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়া সেবে প্রভুর চরণ।
পঞ্চতত্ত্বাত্মক প্রভু অপূর্ব্ব দর্শন।।১২
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সেই মায়াপুরে।
গদাধর শ্রীবাসাদি স্থানে স্থানে স্ফুরে।।
অসংখ্য বৈষ্ণবালয় চতুর্দ্দিকে ভায়।
হেন মায়াপুর কৃপা করুণ আমায়।।১৩
নৈঋতে যমুনা গঙ্গা স্বসৌভাগ্য গণি।
নাগররূপে সেবা করে গোরা দ্বিজমণি।।
ভাগীরথী-তটে বহু ঘাট দেবালয়।
প্রৌঢ়ামায়া বৃদ্ধশিব উপবনচয়।।১৪
অসংখ্য ব্রাহ্মণ-গৃহ মায়াপুরে হয়।
রাজপথ চত্বর বিপিন শিবালয়।।
পূর্ব্ব দক্ষিণেতে এক সরস্বতী ধার।
নিরবধি রহে ইশোদ্যান তটে যার।।১৫
এসব বৈভব নিত্য চিন্ময় অপার।
কেন পাবে কলিজীব মায়াবদ্ধ ছার।।
ত্রিনদী-ভাঙ্গন-ছলে লুকাইল মায়া।
জড় চক্ষু দেখে মাত্র মায়াপুর ছায়া।।১৬
সশক্তিক নিত্যানন্দ-কৃপাবল-ক্রমে।
স্ফুরক্ নয়নে মায়াপুরী সসম্ভ্রমে।।
শ্রীগৌরাঙ্গ-গৃহলীলা করি দরশন।
অতি ধন্য হউ এই মূঢ় অকিঞ্চন।।১৭
অন্তর্দ্বীপ-মধ্যে যেই মায়াপুর গ্রাম।
অষ্টদল কমলের কর্ণিকা সে ধাম।।
গৌরকান্তি পীত জ্যোতির্ম্ময় সুনির্ম্মল।
করুন নয়নে মোর সদা ঝলমল।।১৮
কোনস্থানে উপবন পৃথু সরোবর।
গোচারণভূমি কত দেখিতে সুন্দর।।
প্রবাহপ্রণালী কত শস্যভূমি খণ্ড।
রাজপথ বকুল কদম্ব বৃক্ষ ষণ্ড।।১৯
তাহার পশ্চিমে জহ্নু-তনয়ার তট।
শ্রীগঙ্গানগর নামে প্রসিদ্ধ খর্ব্বট।।
যথা গঙ্গাদাস-গৃহে বিদ্যানুশীলন।
করিলেন প্রভু মোর লয়ে দ্বিজ-জন।।২০
ভরদ্বাজটীলা তথা দেখিতে সুন্দর।
গৌর ভজি যথা ভরদ্বাজ মুনিবর।।
লভিয়া চৈতন্যপ্রেম সূত্র প্রকাশিল।
কতশত বহির্ম্মুখ জনে ভক্তি দিল।।২১
পৃথুকুণ্ড উত্তরেতে মথুরা নগর।
ষষ্ঠীতীর্থ মধুবন পরম সুন্দর।।
বহুজনাকীর্ণ জনপদ সুবিস্তার।
দর্শনে পবিত্র হউ নয়ন আমার।।২২
তদুত্তরে শরডাঙ্গা স্থান মনোহর।
রক্তবাহুভয়ে যথা শবর প্রবর।।
নীলাদ্রিপতিকে লয়ে রহে সংগোপনে।
সেই স্থান দেখি যেন সর্ব্বদা নয়নে।।২৩
মথুরায় বায়ুকোণে হেরিব নয়নে।
সীমন্ত-দ্বীপের শোভা জাহ্নবী-সদনে।
যথায় পার্ব্বতীদেবী গৌরপদ-ধূলি।
সীমন্তে ধারণ কৈল করিলা আকুলি।।২৪
দূর হইতে বিলোকিব বিল্বপক্ষবন।
যথা গৌরধ্যানে আছে ঋষি চতুঃসন।।
নিতাইবিলাসভূমি দেখিব সুদূরে।
যথা সঙ্কর্ষণ-ক্ষেত্র বিজ্ঞজনে স্ফূরে।।২৫
মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী-সঙ্গমের অতীব নিকটে।।

ঈশোদ্যান নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজনস্থান হউক আমার।।২৬
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা লয়ে ভক্তজন।।
বনশোভা হেরি রাধাকুণ্ড পড়ে মনে।
সে-সব স্ফুরুক্ সদা আমার নয়নে।।২৭
বনস্পতি কৃষ্ণলতা নিবিড় দর্শন।
নানা পক্ষী গায় তথা গৌরগুণগান।।
সরোবর শ্রীমন্দির অতি শোভা পায়।
হিরণ্য-হীরক-নীল-পীতমণি ভায়।।২৮
বহির্ম্মুখজন মায়ামুগ্ধ আঁখিদ্বয়ে।
কভু নাহি দেখে সেই উপবনচয়ে।।
দেখে মাত্র-কন্টক আবৃত ভূমিখণ্ড।
তটিনী বন্যার বেগে সদা লণ্ডভণ্ড।।২৯
মধুবন মধ্যভাগে শ্রীবিশ্রামস্থল।
শ্রীধরকুটীর আর কুণ্ড নিরমল।।
কাজীরে শোধিয়া প্রভু লয়ে পরিকর।
যথায় বিশ্রাম কৈল ত্রিদশ-ঈশ্বর।।৩০
হা গৌরাঙ্গ বলি কবে সে বিশ্রামস্থলে।
গড়াগড়ি দিয়া আমি কাঁদিব বিরলে।।
প্রেমাবেশে দেখিব শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরে।
লৌহপাত্রে জল পিয়ে শ্রীধরের ঘরে।।৩১
কবে বা সৌভাগ্যবলে নয়ন আমার।
হেরিবে কীর্ত্তনমাঝে শচীর কুমার।।
নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর শ্রীনিবাসে।
লয়ে নাচে প্রেম যাচে শ্রীধর আবাসে।।৩২
তার পূর্ব্বে বিলোকিব সুবর্ণবিহার।
সুবর্ণসেনের দুর্গ তুল্য নাহি যার।।
যথায় শ্রীগৌরচন্দ্রসহ পরিকর।
নাচেন সুবর্ণমূর্ত্তি অতি মনোহর।।৩৩
একাকী বা ভক্তসঙ্গে কবে কাকুস্বরে।
কাঁদিয়া বেড়াব আমি সুবর্ণনগরে।।
গৌরপদে শ্রীযুগল-সেবা মাগি লব।
শ্রীরাধাচরণাশ্রয়ে প্রাণ সমর্পিব।।৩৪
তার পূর্ব্বদক্ষিণেতে শ্রীনৃসিংহ-পুরী।
কবে বা হেরিব দেবপল্লীর মাধুরী।।
নরহরি-ক্ষেত্রে প্রেমে গড়াগড়ি দিয়া।
নিষ্কপট কৃষ্ণপ্রেম লইব মাগিয়া।।৩৫
এ দুষ্ট হৃদয়ে কাম আদি রিপু ছয়।
কুটিনাটি প্রতিষ্ঠাশা শাঠ্য সদা রয়।।
হৃদয়শোধন আর কৃষ্ণের বাসনা।
নৃসিংহ-চরণে মোর এই ত' কামনা।।৩৬
কাঁদিয়া নৃসিংহ-পদে মাগিব কখন।
নিরাপদে নবদ্বীপে যুগল-ভজন।।
ভয়, ভয় পায় যাঁর দর্শনে, সে হরি।
প্রসন্ন হইবে কবে মোরে দয়া করি।।৩৭
যদ্যপি ভীষণ মূর্ত্তি দুষ্ট জীব প্রতি।
প্রহ্লাদাদি কৃষ্ণভক্তজনে ভদ্র অতি।।
কবে বা প্রসন্ন হ'য়ে সকৃপ-বচনে।
নির্ভয় করিবে এই মূঢ় অকিঞ্চনে।।৩৮
স্বচ্ছন্দে বৈস হে বৎস শ্রীগৌরাঙ্গধামে।
যুগলভজন হউ, রতি হউ নামে।।
মম ভক্তকৃপাবলে বিঘ্ন যাবে দূর।
শুদ্ধচিত্তে ভজ রাধা-কৃষ্ণ-রসপুর।।৩৯
এই বলি' কবে মোর মস্তক-উপর।
স্বীয় শ্রীচরণ হর্ষে ধরিবে ঈশ্বর।।
অমনি যুগল-প্রেমে সাত্ত্বিক বিকারে।
ধরায় লুটিব আমি শ্রীনৃসিংহদ্বারে।।৪০

সে ক্ষেত্রের পশ্চিমেতে গণ্ডকের ধার।
শ্রীঅলকানন্দ কাশীক্ষেত্র হয়ে পার।।
দেখিব গোদ্রুমক্ষেত্র অতি নিরমল।
ইন্দ্রসুরভির যথা ভজনের স্থল।।৪১
গোদ্রুম-সমান ক্ষেত্র নাহি ত্রিভুবনে।
মার্কণ্ডেয় গৌরকৃপা পায় যেই বনে।।
যেমন সংলগ্ন সরস্বতীনদীতটে।
ঈশোদ্যান রাধাকুণ্ড জাহ্নবী-নিকটে।।৪২
ভজরে ভজরে মন গোদ্রুম-কানন।
অচিরে হেরিবে চক্ষে গৌরলীলাধন।।
সে লীলা-দর্শনে তুমি যুগল-বিলাস।
অনায়াসে লভিবে পূরিবে তব আশ।।৪৩
গোদ্রুম শ্রীনন্দীশ্বর-ধাম গোপাবাস।
যথা শ্রীগৌরাঙ্গ করে বিবিধ বিলাস।।
পূর্ব্বাহ্নে গোপের ঘরে গব্যদ্রব্য খাই।
গোপসনে গোচারণ করেন নিমাই।।৪৪
গোপগণ বলে, ভাই তুমি ত' গোপাল।
দ্বিজরূপ কভু তব নাহি সাজে ভাল।।
এস কাঁধে করি তোরে গোচারণ করি।
মায়ের নিকটে লই যথা মায়াপুরী।।৪৫
কোন গোপ স্নেহ করি' দেয় ছানা-ক্ষীর।
কোন গোপ রূপ দেখি হয় ত' অস্থির।।
কোন গোপ নানা ফল-ফুল দিয়া করে।
বলে ভাই নিতি নিতি আইস মোর ঘরে।।৪৬
বিপ্রের ঠাকুর তুমি গোপের কারণ।
তোমা ছাড়ি যেতে নারি তুমি ধ্যান জ্ঞান।।
ঐ দেখ গাভী সব তোমারে দেখিয়া।
হাম্বারবে ডাকে ঘাস-বৎস তেয়াগিয়া।।৪৭
আজ বেলা হইল চল জগন্নাথালয়।
কাল যেন এই স্থানে পুনঃ দেখা হয়।।
রাখিব তোমার লাগি দধি-ছানা-ক্ষীর।
বেলা হইলে জে'ন আমি হইব অস্থির।।৪৮।
এইরূপে নিতি নিতি শ্রীগোদ্রম-বনে।
শ্রীগৌর-নিতাই খেলা করে গোপসনে।।
বেলা না হইতে পুনঃ করি' গঙ্গাস্নান।
শ্রীশচীসদনে যান গৌর ভগবান্।।৪৯
হেন দিন আমার কি হইবে উদয়।
হেরিব গোদ্রুম-লীলা শুদ্ধ প্রেমময়।।
গোপসঙ্গে গোপভাবে প্রভু-সেবা-আশে।
একমনে বসিব সে গোদ্রুম-আবাসে।।৫০
গোদ্রুম দক্ষিণে মধ্যদ্বীপ মনোহর।
বনরাজি শোভে যথা দেখিতে সুন্দর।।
যথায় মধ্যাহ্ন প্রভু ল'য়ে ভক্তগণ।
সপ্তঋষি কাছে আসি দিল দরশন।।৫১
যথায় গোমতী-তীরে নৈমিষ-কাননে।
গৌরভাগবত-কথা শুনে ঋষিগণে।।
শুনিতে সে গৌরকথা দেব-পঞ্চানন।
সহসা আইলা হয়ে শ্রীহংস-বাহন।।৫২
কবে আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই বন।
হেরিব পুরাণ-সভা অপূর্ব্ব-দর্শন।।
শুনিব চৈতন্য-কথা শ্রীহরিবাসরে।
সুপূণ্য কার্ত্তিকমাসে গোমতীর ধারে।।৫৩
শৌনকাদি শ্রোতা ঋষিগণ কৃপা করি।
পদধূলি দিয়া মাথে হস্তদ্বয় ধরি।।
বলিবে হে নবদ্বীপবাসি! একমনে।
শ্রীগৌরাঙ্গ কথামৃত পিয় এই বনে।।৫৪

তাহার দক্ষিণে শোভে ব্রাহ্মণ-পুষ্কর।
শ্রীপুষ্করতীর্থে যথা দেখে দ্বিজবর।।
ভজিয়ে গৌরাঙ্গপদ বিপ্র দিবদাস।
শ্রীগৌরাঙ্গরূপ হেরি পাইল আশ্বাস।।৫৫
তাহার দক্ষিণে ক্ষেত্র উচ্চহট্ট নাম।
ব্রহ্মাবর্ত্ত কুরুক্ষেত্র ত্রিপিষ্টপ-ধাম।।
যথা দেবগণ করে গৌর-সঙ্কীর্ত্তন।
কভু ধামবাসী তাহা করেন শ্রবণ।।৫৬
শ্রীগৌরাঙ্গ গণ-সহ মধ্যাহ্ন সময়ে।
ভ্রমেণ এসব বনে প্রেমমত্ত হয়ে।।
ভক্তগণে কৃষ্ণলীলা সঙ্কেত বলিয়া।
নাচেন কীর্ত্তনে রাধা-ভাব আস্বাদিয়া।।৫৭
আমি কবে একাকী বা ভক্তজন-সঙ্গে।
ভাসিব চৈতন্য-প্রেম-সমুদ্র-তরঙ্গে।।
মধ্যাহ্নে ভ্রমিব মধ্যদ্বীপ বনচয়ে।
প্রভুভাব-বিভাবিয়া অকিঞ্চন হ'য়ে।।৫৮
মধ্যদ্বীপবাসি ভক্তগণ কৃপা করি।
দেখাইবে ঐ দেখ গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।।
ব্রহ্মাকুণ্ড তীরে ব্রহ্মনগর-ভিতরে।
কীর্ত্তন ঘটায় নাচে লয়ে পরিকরে।।৫৯
কবে বা দেখিব সেই পুরটসুন্দর।
অপূর্ব্ব-মূরতি গোরা বনমালাধর।।
দীর্ঘবাহু হ'য়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকি' বলে।
হরিনাম বল ভাই একত্রে সকলে।।৬০
অমনি শ্রীবাস আদি যত ভক্তজন।
হরি হরি বলিয়া করিবে সংকীর্তন।।
কেহ বা বলিবে গৌরহরি বল ভাই।
গৌর-বিনা রাধাকৃষ্ণ-সেবা নাহি পাই।।৬১

উচ্চহট্ট সন্নিকটে পঞ্চবেণী নাম।
দেবতীর্থ যথা দেবগণের বিশ্রাম।।
জাহ্নবী ত্রিধারা সরস্বতী শ্রীযমুনা।
মিলিয়াছে গৌরসেবা করিয়া কামনা।।৬২
গণ-সহ গৌরহরি যথা করি' স্নান।
কলিপাপ হইতে তীর্থে কৈল পরিত্রাণ।।
পঞ্চবেণী হেন তীর্থ এ চৌদ্দ ভুবনে।
নাহি দেখে বেদব্যাস আর ঋষিগণে।।৬৩
কবে পঞ্চবেণী-জলে করিয়া স্নপন।
শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম করিব স্মরণ।।
গৌরপদপূত বারি অঞ্জলি ভরিয়া।
পিয়া ধন্য হব গৌর-প্রসঙ্গে মাতিয়া।।৬৪
পঞ্চবেণী-পারে কোলদ্বীপ মনোহর।
কোলরূপে প্রভু যথা ভক্তের গোচর।।
শ্রীবরাহক্ষেত্র বলি' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
দেবের দুর্ল্লভ স্থান চিদানন্দময়।।৬৫
কুলিয়াপাহাড়-নামে প্রসিদ্ধ জগতে।
শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্থান শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যথা সন্ন্যাসের পর।
ব্রজযাত্রা-ছলে দেখে নদীয়া নগর।।৬৬
বিদ্যাবাচস্পতি-বিদ্যালয় যেই স্থানে।
বিশারদপুত্র তেঁহ কেবা নাহি জানে।।
প্রভুর একান্ত ভৃত্য শুদ্ধভক্তিবলে।
আকর্ষিল নিজপ্রভু গঙ্গাস্নান ছলে।।৬৭
কবে আমি গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া রব।
বিদ্যাবাচস্পতি-দ্বারে দেখিয়া বৈভব।।
কতক্ষণে কৃপা করি প্রভু যতীশ্বর।
হইবে প্রাসাদোপরি নয়নগোচর।।৬৮

দেখিয়া কনককান্তি সন্ন্যাস-মূরতি।
ভূমে পড়ি' বিলোকিব করিয়া আকুতি।।
দ্বারকায় রাজবেশে শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া।
কাঁদিল যেমন গোপী যমুনা স্মরিয়া।।৬৯
আমি চাই গৌরচন্দ্রে লইতে মায়াপুরে।
যথায় কৈশোর বেশ শ্রীঅঙ্গেতে স্ফুরে।।
যথায় চাঁচর কেশ ত্রিকচ্ছ-বসনে।
ঈশোদ্যানে লীলা করে ভক্তজন সনে।।৭০
সেই বটে এই যতি আমি সেই দাস।
প্রভুর দর্শন সেই অনন্ত বিলাস।।
তথাপি আমার চিত্ত পৃথুকুণ্ড তীরে।
প্রভুরে লইতে চায় শ্রীবাস-মন্দিরে।।৭১
তথা হৈতে কিছু আগে করি দরশন।
শ্রীসমুদ্রগড়তীর্থ জগতপাবন।।
যথা পূর্ব্বে ভীম যুদ্ধে শ্রীসমুদ্রসেনে।
দেখা দিল দীনবন্ধু শুদ্ধভক্ত জে'নে।।৭২
যথায় সাগর আসি গঙ্গার আশ্রয়ে।
নবদ্বীপ-লীলা দেখে প্রেমে মুগ্ধ হয়ে।।
শ্রীগঙ্গাসাগর-তীর্থ নবদ্বীপপুরে।
নিত্য শোভা পায় যথা দেখে সুরাসুরে।।৭৩
ধন্য জীব কোলদ্বীপ করে দরশন।
পরম-আনন্দধাম শ্রীবহুলাবন।।
কীর্ত্তন-আবেশে যথা শ্রীশচীকুমার।
ভক্তগণ সঙ্গে লয়ে নাচে কতবার।।৭৪
কোলদ্বীপ কৃপা করি এই অকিঞ্চনে।
দেহ নবদ্বীপবাস ভক্তজন সনে।
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাধনে দেহ অধিকার।
জীবনে-মরণে প্রভু গৌরাঙ্গ আমার।। ৭৫

কোলদ্বীপ-উত্তরাংশে চম্পহট্ট গ্রাম।
সদা শোভা করে যাঁহা নবদ্বীপ ধাম।।
মহাতীর্থ চম্পাহট্ট গ্রাম মনোহর।
জয়দেব যথা ভজে গৌরশশধর।।৭৬
যথা বাণীনাথ-গৃহে শচীর নন্দন।
সপার্ষদে করিলেন নামসঙ্কীর্ত্তন।।
বাণীনাথ-গৃহে হৈল মহামহোৎসব।
গৌরাঙ্গ দেখায় নিজ প্রেমের বৈভব।।৭৭
চম্পাহট্ট গ্রামে আছে চম্পকের বন।
চম্পলতা করে যথা কুসুম চয়ন।।
নবদ্বীপে শ্রীখদিরবন সেই গ্রাম।
ব্রজে যথা রামকৃষ্ণ করেন বিশ্রাম।।৭৮
ঋতুদ্বীপ বনময় অতি মনোহর।
বসন্তাদি ঋতু যথা গৌরসেবাপর।।
সর্ব্বর্ত্তু সেবিত ভূমি আনন্দ-নিলয়।
রাধাকুণ্ড-প্রদেশের একদেশ হয়।।৭৯
কভু কভু সংকীর্ত্তন-রঙ্গে এই স্থানে।
স্মরি গোচারণ-লীলা কৃষ্ণগুণগানে।।
শ্যামলী, ধবলি বলি ডাকে ঘন ঘন।
শ্রীদাম, সুবল বলি করেন ক্রন্দন।।৮০
আমি কবে ঋতুদ্বীপে করিয়া ভ্রমণ।
বন-শোভা হেরি লীলা করিব স্মরণ।।
রাধাকুণ্ডলীলাস্ফূর্ত্তি হইবে তখন।
স্তম্ভিত হইয়া তাহা করিব দর্শন।।৮১
মানসগঙ্গার তীরে গোচারণ-স্থল।
রামকৃষ্ণ-সহ দাম-বল-মহাবল।।
অসংখ্য গোবৎস ল'য়ে নিভৃতে চরায়।
নানা লীলাচ্ছলে সবে কৃষ্ণগুণ গায়।।৮২

গোপশিশুগণ রহে নানা আলাপনে।
চরিতে চরিতে সবে যায় দূর বনে।।
না দেখিয়া বৎসগণে চিন্তে সর্ব্বজন।
কৃষ্ণবংশীরবে বৎস আইসে ততক্ষণ।।৮৩
দেখিতে দেখিতে লীলা হৈল অদর্শন।
ভূমিতে পড়িব আমি হ'য়ে অচেতন।।
কতক্ষণে সংজ্ঞা লভি' আপনি উঠিব।
ধীরে ধীরে বনমাঝে ভ্রমণ করিব।।৮৪
হা গৌরাঙ্গ! কৃষ্ণচন্দ্র! দয়ার সাগর।
কাঙ্গলের ধন তুমি আমি ত' পামর।।
এই বলি কাঁদি' কাঁদি হ'য়ে অগ্রসর।
দেখিব সহসা আমি শ্রী বিদ্যানগর।।৮৫
চারিবেদ চতুঃষষ্টি বিদ্যার আলয়।
সরস্বতী-পীঠ বিদ্যানগর নিশ্চয়।।
ব্রহ্মা-শিব-ঋষিগণ এ পীঠ-আশ্রয়ে।
সর্ব্ববিদ্যা প্রকাশিল প্রপঞ্চ নিলয়ে।।৮৬
প্রভু মোর করিবেন বিদ্যার বিলাস।
ইহা জানি' বৃহস্পতি ছাড়ি' নিজবাস।।
বাসুদেব-সার্ব্বভৌমরূপে এই স্থানে।
প্রচারিল সর্ব্ববিদ্যা বিবিধ বিধানে।।৮৭
যে বিদ্যানগরে বসি' গৌরগুণ গায়।
সেই অধ্যাপক ধন্য শোক নাহি পায়।।
অবিদ্যা ছাড়য়ে তারে যে বিদ্যানগরে।
দর্শন করিয়া ভজে গৌরসুধাকরে।।৮৮
আমি কি দেখিব কভু শ্রীগৌরসুন্দরে।
বিদ্যা অনুরাগে গিয়া শ্রীবিদ্যানগরে।।
শ্রীবাসাপরাধে দেবানন্দ-মহাশয়ে।
দণ্ডিবেন বাক্য-দণ্ডে ভক্তপক্ষ হ'য়ে।।৮৯
আমার প্রভুর লীলা অনন্ত না জানে।
কখন কি কার্য্যে মাতে থাকে কিবা ধ্যানে।।
কেন যে কীর্ত্তন ছাড়ি' পড়ুয়া তাড়ায়।
পরাজিয়া অধ্যাপকে কিবা সুখ পায়।।৯০
যাই করে প্রভু তাই আনন্দজনক।
স্বেচ্ছাময় প্রভু তেঁহ আমি ত' সেবক।।
ক্ষুদ্র পরিমিত বুদ্ধি সহজে আমার।
বিচারিতে শক্তি নাই বিধান তাঁহার।।৯১
নবদ্বীপবাসী অধ্যাপকগণ তাঁর।
নিত্যলীলা পুষ্টিকারী প্রণম্য আমার।।
সকলে করুণা কর দীন অকিঞ্চনে।
মোরে অধিকার দেহ নাম-সংকীর্ত্তনে।।৯২
শ্রীবিদ্যানগর-প্রতি এই নিবেদন।
যে অবিদ্যা গৌরতত্ত্ব করে আবরণ।।
সে অবিদ্যা-জালে যেন মানস আমার।
আবৃত না হয় কভু থাকে মায়াপার।।৯৩
শোভে জহ্নুদ্বীপ বিদ্যানগর-উত্তরে।
যথা জহ্নু-তপবন ব্যক্ত চরাচরে।।
গঙ্গারে করিল পান যথা মুনিবর।
জাহ্নবী-স্বরূপে গঙ্গা হইল গোচর।।৯৪
যথা কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম মুনির আশ্রমে।
ভাগবত-ধর্ম্ম শিক্ষা কৈল বিধিক্রমে।।
যথা জহ্নু নিস্কপটে করিয়া ভজন।
অনায়াসে পায় কৃষ্ণচৈতন্য চরণ।।৯৫
জহ্নু দ্বীপ ভদ্রবন কৃষ্ণলীলা স্থল।
নয়নগোচর কবে হবে নিরমল।।
সেই বনে ভীষ্মটীলা পরমপাবন।
তদুপরি রহি' আমি করিব ভজন।।৯৬

রাত্র্যাগমে ভীষ্মদেব প্রশান্ত অন্তরে।
দরশন দিবে মোরে শুদ্ধ কলেবরে।।
কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষ তুলসীর মালা করে।
দ্বাদশ তিলকান্বিত নামানন্দভরে।।৯৭
বলিবে নবীন নবদ্বীপবাসী শুন।
আমার মুখেতে আজ গৌরাঙ্গের গুণ।।
কুরুক্ষেত্র-রণে পড়ি' মরণ-সময়ে।
দেখিলাম কৃষ্ণচন্দ্র একচিত্ত হ'য়ে।।৯৮
নির্য্যাণ-সময়ে প্রভু বলিল বচন।
নবদ্বীপ তুমি পূর্ব্বে করিলা দর্শন।।
সেই পুণ্যে গৌর-কৃপা তোমার ঘটিল।
নবদ্বীপে নিত্যবাস এখন হইল।।৯৯
অতএব সর্ব্ব আশা পরিত্যাগ করি'।
নবদ্বীপে বসি' তুমি ভজ গৌরহরি।।
আর না করহ ভয় বিষয়-বন্ধনে।
অবশ্য লভিবে সেবা গৌরাঙ্গ-চরণে।।১০০
প্রভুর ইচ্ছায় এই ধামে সর্ব্বক্ষণ।
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা দেখে মুক্তজন।।
শোক, ভয়, মৃত্যু আর উদ্বেগ-কারণ।
বহির্ম্মুখ ইচ্ছা নাহি জীবের পীড়ন।।১০১
শুদ্ধভক্তজন কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য আসবে।
নিজ নিজ ভজনেতে মগ্ন সুখার্ণবে।।
না জানে অভাব-পীড়া সংসার-যাতনা।
সিদ্ধকাম শুদ্ধদেহ বৈসে সর্ব্বজনা।।১০২
নিত্যমুক্ত, বদ্ধমুক্ত, ভক্তি পরিকর।
অনন্ত সংখ্যক দাসগণের ঈশ্বর।।
যার যেই ভাব, সেই ভাবে তার সনে।
নিত্যলীলা করে প্রভু এই সব বনে।।১০৩

এ ধাম অনন্ত,জড়া মায়া হেথা নাই।
চিচ্ছক্তি হেথায় অধিষ্ঠাত্রী শুন ভাই।।
তদনুগ দেশ-কাল-করণ-শরীর।
সব নির্ম্মায়িক সত্ত্ব এই তত্ত্ব স্থির।।১০৪
যতদিন না ছাড়িবে প্রভুর ইচ্ছায়।
মায়িক শরীর ততদিন তো তোমায়।।
না স্ফুরিবে পূর্ণরূপে এ ধামের ভাব।
তব বুদ্ধি না ছাড়িবে জাতীর স্বভাব।।১০৫
ভাগবতী তনু পাবে প্রভুর ইচ্চায়।
অব্যাহত-গতি তব হইবে হেথায়।।
জড়মায়াজালের আবরণ যাবে দূরে।
অসীম আনন্দ পাবে এই নিত্যপুরে।।১০৬
যে-পর্য্যন্ত আছে ভাই মায়িক শরীর।
সাবধানে ভক্তিতত্ত্বে থাক সদা স্থির।।
ভক্তসেবা, কৃষ্ণনাম, যুগলভজন।
বিষয়ে শৈথিল্য-ভাব কর সর্ব্বক্ষণ।।১০৭
ধামকৃপা, নামকৃপা, ভক্তকৃপাবলে।
অসাধু-সম্বন্ধ দূরে রাখহ কৌশলে।।
অচিরে পাইবে তুমি নিত্যধামে বাস।
শুদ্ধ শ্রীযুগলসেবা হইবে প্রকাশ।।১০৮
ভীষ্মদেব-উপদেশ ধরিয়া শ্রবণে।
সাষ্টাঙ্গে পড়িব আমি তাঁহার চরণে।।
আশীর্ব্বাদ করি' তেঁহ হ'বে অদর্শন।
কাঁদিতে কাঁদিতে যাব মোদদ্রুম বন।।১০৯
মোদদ্রুম শ্রীভাণ্ডীর হয় এক তত্ত্ব।
যথা পশুপক্ষীগণে সব শুদ্ধ সত্ত্ব।।
মনোহর বৃক্ষডালে বসি' পিকগণ।
গৌরহরি সীতারাম গায় অনুক্ষণ।।১১০

কত কত বটবৃক্ষ ছায়া বিস্তারিয়া।
শোভিছে ভাণ্ডীরবন সূর্য্য আচ্ছাদিয়া।।
রামকৃষ্ণ-লীলাস্থান প্রত্যক্ষ ভুবনে।
কবে বা স্ফুরিবে মোর এ দুই নয়নে।।১১১
দেখিয়া বনের শোভা ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
শ্রীরামকুটীর চক্ষে পড়ে আচম্বিতে।।
দুর্ব্বাদলবর্ণ রাম ব্রহ্মচারী বেশে।
লক্ষ্মণ-জানকীসহ তার এক দেশে।।১১২
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র-রূপ মনোহর।
অচেতন পড়িব সে কানন ভিতর।।
প্রেমে গর গর দেহ না স্ফুরিবে বাণী।
দুই আঁখি ভরি পিব সেই রূপখানি।।১১৩
কৃপা করি' রামানুজ আসি' ধীরে ধীরে।
বন-ফল রাখি' পদ দিবে মম শিরে।।
বলিবেন, বৎস, তুমি খাও এই ফল।
বনবাসে ফলফুলে আতিথ্য কেবল।।১১৪
বলিতে বলিতে লীলা হ'বে অদর্শন।
কাঁদিতে কাঁদিতে ফল করিব ভক্ষণ।।
আর কি দেখিব আমি দুর্ব্বাদলরূপ।
হৃদয়ে ভাবিব সেই অচিন্ত্য-স্বরূপ।।১১৫
আহা! সে ভাণ্ডীরবন চিন্তামণিধাম।
ছাড়িতে হৃদয় কাঁদে না হয় বিরাম।।
রামকৃষ্ণ করে লীলা গোচারণ-ছলে।
যথায় কীর্ত্তনে মাতে গোরা নিজ দলে।।১১৬
ধীরে ধীরে যাব যথা শ্রীবৈকুণ্ঠপুর।
নিঃশ্রেয়স বন যথা ঐশ্বর্য্য প্রচুর।।
সর্ব্বদেব-প্রপূজিত পরব্যোমনাথ।
নিত্য বিরাজেন যথা শক্তিত্রয়-সাথ।।১১৭

যদিও মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ আমার।
তবুও ঈশ্বর তেঁহ সর্ব্বৈশ্বর্য্যধর।।
ঐশ্বর্য্য না ছাড়ে কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ঐশ্বর্য্য না দেখে তবু কৃষ্ণভক্তজন।।১১৮
কৃপা করি' সর্ব্বেশ্বর ঐশ্য লুকাইয়া।
তুষিতে নারদচিত্ত গৌরাঙ্গ হইয়া।।
দেখিয়া সে রূপ আমি আনন্দসাগরে।
ডুবু ডুবু নাচিব কাঁদিব উচ্চৈঃস্বরে।।১১৯
হইয়া বিরজা পার ব্রহ্মাণীনগর।
ছাড়িয়া উঠিব অর্কটীলার উপর।।
তথা বসি' একান্তে ভজিব গৌরহরি।
নামসুধারসে মাতি নাম-গান করি।।১২০
অর্কদেব কৃপা করি দিবে দরশন।
রক্তবর্ণ দীর্ঘবাহু অরুণ বসন।।
সর্ব্বাঙ্গ তুলসীমালা চর্চ্চিত চন্দনে।
মুখে সদা গৌরহরি অশ্রু দু'নয়নে।।১২১
বলিবেন, বৎস, তুমি গৌরভক্তদাস।
তোমার নিকট আমি হইনু প্রকাশ।।
অধিকৃতদাস মোরা গৌরাঙ্গচরণে।
গৌরদাস-অনুদাসে ভালবাসি মনে।।১২২
মম আশীর্ব্বাদে তব হবে কৃষ্ণভক্তি।
ধামবাসে নামগানে হবে তব শক্তি।।
সুধামাখা কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে।
সর্ব্বদা আসিও হেথা আমারে তুষিতে।।১২৩
সূর্য্যদেবপদে করি দণ্ডপরণাম।
অগ্রসর হ'য়ে পাব মহৎপুর ধাম।।
মহৎপুর কাম্যবন কৃষ্ণলীলা স্থল।
যথা গৌরগণ করে কৃষ্ণকোলাহল।।১২৪

যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ ভাই যেই বনে।
কত দিন বাস কৈল দ্রৌপদীর সনে।।
ব্যাসদেবে আনি গৌরপুরাণ শুনিল।
একান্তে শ্রীগৌরহরি ভজন করিল।।১২৫
অদ্যাপিও কাম্যবনে দেখে ভক্তজন।
যুধিষ্ঠির-সভা যথা বৈসে ঋষিগণ।।
ভৌম শুক, দেবল, চ্যবন, গর্গমুনি।
বৃক্ষতলে বসি' কান্দে গৌরগাথা শুনি'।।১২৬
আমি কবে সে সভায় করিব গমন।
দূরে দণ্ডবৎ করি' আসিব তখন।।
পাষণ্ড-উদ্ধার-লীলা গৌর-ইতিহাস।
ব্যাসমুখে শুনি প্রেমে ছাড়িব নিঃশ্বাস।।১২৭
কতক্ষণ পরে পুনঃসভা না দেখিয়া।
কাঁদিব গৌরাঙ্গ বলি' ভূমে লুটাইয়া।।
দ্বিপ্রহর দিনে ক্ষুধা হইলে উদয়।
ভোজনার্থে বনফল করিব সঞ্চয়।।১২৮
এমত সময়ে কৃষ্ণা পাণ্ডব-গৃহিণী।
শাক-অন্ন ল'য়ে কবে আসিবে অমনি।।
বলিলেন, বৎস, লহ আতিথ্য আমার।
গৌরাঙ্গ-প্রসাদ অন্নমুষ্টি দুই চার।।১২৯
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি তাঁরে আমি অকিঞ্চন।
কর পাতি' শাক অন্ন করিব গ্রহণ।।
গৌরাঙ্গ-প্রসাদ-অন্ন -শাক চমৎকার।
সেবা করি' ধন্য হবে রসনা আমার।।১৩০
মহাপ্রসাদের কৃপা যেই জীবে হয়।
শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি তার মিলিবে নিশ্চয়।।
সেই কৃপা নিত্য যেন হয় ত' আমার।
অনায়াসে ছাড়ি' যাব অনন্ত মায়ার।।১৩১
দ্রৌপদী-প্রদত্ত মহাপ্রসাদ পাইয়া।
উপনীত হব কবে রুদ্রদ্বীপে গিয়া।।
কৈলাস যাঁহার প্রভা-মাত্র ত্রিভুবনে।
সেই রুদ্রদ্বীপ শোভে নবদ্বীপ বনে।।১৩২
যথা নীল লোহিতাদি রুদ্র একাদশ।
নৃত্য করে গৌরপ্রেমে হইয়া বিবশ।।
যথায় দুর্ব্বাসামুনি করিয়া আশ্রম।
গৌরাঙ্গচরণ ভজে ছাড়ি' যোগভ্রম।।১৩৩
অষ্টাবক্র-দত্তাত্রেয়-আদি যোগিগণ।
ছাড়িয়া অদ্বৈত-বুদ্ধি সহ পঞ্চানন।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদধ্যানে হয় রত।
সাযুজ্য মুক্তিকে ছাড়ে হইয়া বিরত।।১৩৪
কভু আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে রুদ্রবন।
মেরুস্থল-সন্নিকটে করিব গমন।।
বসিব তথায় গৌরপদ ধ্যান করি।
অদূরে দেখিব দেবী পরমা সুন্দরী।।১৩৫
বনদেবী মনে করি, করিব প্রণাম।
জিজ্ঞাসিব, বল মাতা কিবা তব নাম।।
অশ্রুমুখী দেবী তবে বলিবে বচন।
শুন বাছা, মোর দুঃখ অকথ্য-কথন।।১৩৬
পঞ্চবিধ জ্ঞান কন্যা মোরা পঞ্চজন।
পঞ্চবিধ মুক্তি নাম করেছ শ্রবণ।।
সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য নির্ব্বাণ।
নির্ব্বাণ সাযুজ্য মোরে নাম কৈল দান।।১৩৭
চারি ভগ্নি গেলা চলি বৈকুণ্ঠনগর।
আমি ত' রহিনু একা হইয়া ফাঁপর।।
শিবের কৃপায় দত্তাত্রেয় আদিজন।
কিছুদিন আমা-প্রতি করিল যতন।।১৩৮

এবে সেই ঋষিগণ ছাড়িয়া আমায়।
রুদ্রদ্বীপে বৈসে এই সর্ব্বলোকে গায়।।
বৃথা আমি অন্বেষণ করি সেই সবে।
দেখা নাহি পাই আর পাব কোথা কবে।।১৩৯
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু সর্ব্বজনে নিস্তারিল।
কেবল আমার প্রতি নির্দ্দয় হইল।।
আমি যেই স্থানে এবে ছাড়িব জীবন।
নিদয়া বলিয়া স্থান জানু সর্ব্বজন।।১৪০
সাযুজ্যের নাম শুনি' কাঁপিবে হৃদয়।
পূতনা রাক্ষসী বলি হবে বড় ভয়।।
আঁখি মুদি' সেই স্থানে পড়িয়া রহিব।
কোন মহাজনস্পর্শে তখন উঠিব।।১৪১
উঠিয়া দেখিব আমি দেব পঞ্চানন।
ববম্ ববম্ বলি' করিয়া নর্ত্তন।।
গাইবেন শ্রীশচীনন্দন দয়াময়।
দয়া কর সর্ব্বজীবে দূর কর ভয়।।১৪২
দেবদেব মহাদেব-চরণে পড়িব।
স্বভাব-শোধন লাগি' পদে নিবেদিব।।
দয়া করি বিশ্বেশ্বর মস্তক আমার।
ধরিয়া চরণ দিবে উপদেশ-সার।।১৪৩
বলিবেন, ওহে শুন, কৃষ্ণভক্তি সার।
জ্ঞান কর্ম্ম মুক্তিচেষ্টা যোগ আদি ছার।।
আমার কৃপায় তুমি পরাজিয়া মায়া।
অতি শীঘ্র প্রাপ্ত হবে গৌরপদছায়া।।১৪৪
দক্ষিণে পুলিন দেখ অতি মনোহর।
বৃন্দাবনধাম নবদ্বীপের ভিতর।।
তথা গিয়া কৃষ্ণলীলা কর দরশন।
অচিরে পাইবে রাধিকার শ্রীচরণ।।১৪৫
শম্ভু অদর্শন হবে উপদেশ দিয়া।
প্রণমি' চলিব আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া।।
কতক্ষণে শ্রীপুলিন করিব দর্শন।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া হব অচেতন।।১৪৬
অচেতনকালে স্বপ্ন-স্বরূপ সমাধি।
উদিবে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নিজকার্য্য সাধি'।।
তখন জানিব আমি কমলমঞ্জরী।
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর নিত্য বিধিকারী।।১৪৭
অনঙ্গমঞ্জরী মোর হৃদয়-ঈশ্বরী।
দেখাইবে কৃপা করি' নিজ যুথেশ্বরী।।
শ্রীকর্পূর সেবা মোরে করিবে অর্পণ।
যুগলবিলাস করাইবে প্রদর্শন।।১৪৮
পুলিন নিকটে স্থান শ্রীরাসমণ্ডল।
গোপেন্দ্রনন্দন-লীলা তথা নিরমল।।
শতকোটী-গোপী মাঝে মহারাসেশ্বরী।
সহ নৃত্য করে কৃষ্ণসর্ব্বচিত্ত হরি'।।১৪৯
সে রাসলাস্যের শোভা নাহি ত্রিভুবনে।
বহু ভাগ্যে যেবা দেখে মজে সেই ক্ষণে।।
স্ব-সমাধি ভাগ্যবলে কেহ কভু পায়।
সে শোভাদর্শনসুখ ছাড়িতে না চায়।।১৫০
দেখিব যে শোভা তাহা বর্ণিতে নারিব।
হৃদয়ে রাখিয়া সদা দর্শন করিব।।
নিজ কুঞ্জে বসি' হৃদি মাঝে আলোচিব।
সখীর নির্দ্দেশ মতে সতত সেবিব।।১৫১
অনঙ্গমঞ্জরীর সখী রাধিকা-ভগিনী।
মোরে কৃপা করি' ধাম দেখাবে আপনি।।
রাসস্থলী-পশ্চিমেতে শ্রীধীর সমীর।
কিছু দূরে বংশীবট শ্রীযমুনা তীর।।১৫২
শ্রীরূপমঞ্জরী-প্রশ্নে ঈশ্বরী আমার।
বলিবে এ নবদাসী সখী ললিতার।
কমলমঞ্জরী নাম গৌরাঙ্গৈকগতি।
কৃপা করি' দেহ এরে রামমার্গ গতি।।১৫৩

ঈশ্বরীর কথা শুনি শ্রীরূপ-মঞ্জরী।
বুলাইবে কৃপা-হস্ত মম দেহোপরি।।
সহসা হইবে মোর রাগের উদয়।
রূপানুগ ভজনেতে স্পৃহা অতিশয়।।১৫৪
তড়িদ্বর্ণা তারাবলি বসন ভূষণে।
শ্রীকূর্প্পর পাত্র করে সখীর চরণে।।
দণ্ডবৎ হইয়া আমি পড়িব তখন।
মাগিব অনন্যভাবে রাধার চরণ।।১৫৫
শ্রীরূপমঞ্জরী ও শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী।
লবে যথা স্বানন্দসুখদকুঞ্জেশ্বরী।।
রাধা-শ্রীচরণ-সেবা সদা চিন্তা করে।
শ্রীললিতা সুললিতা-স্বকুঞ্জ ভিতরে।।১৫৬
সাষ্টাঙ্গে বন্দিব আমি তাঁহার চরণ।
সখী করিবেন মম কথা বিজ্ঞাপন।।
বলিবেন, নবদ্বীপবাসী এই জন।
তব দাসী হ'য়ে মাগে যুগলসেবন।।১৫৭
প্রসন্ন হইয়া তবে ললিতা সুন্দরী।
শৈষী-শক্তি-প্রতি কবে, শুন প্রিয়ঙ্করি।।
তোমার কুঞ্জের পার্শ্বে করি' স্থান দান।
রাখিয়া যতন করে ঈপ্সিত বিধান।।১৫৮
তোমার সেবার কালে সঙ্গে ল'য়ে যাবে।
ক্রমে তব দাসী রাধাপ্রসাদ পাইবে।।
শ্রীরাধাপ্রসাদ বিনা শ্রীযুগলসেবা।
বল দেখি কোনকালে পাইয়াছে কেবা।।১৫৯
ললিতার বাক্য শুনি' অনঙ্গমঞ্জরী।
রাখিবেন নিজকুঞ্জে নিজদাসী করি'।।
যুগল-সেবার কালে সঙ্গিনী করিয়া।
লইবে আমারে তেঁহ স্নেহ প্রকাশিয়া।।১৬০
দূরে হৈতে নিজ কার্য্য করি সম্পাদন।
হেরিব যুগল রূপ প্রিয়-দরশন।।
কভু বা শ্রীমতী মোরে আজ্ঞা প্রকাশিয়া।
দেখাইবে নিজ কৃপা পদছায়া দিয়া।।১৬১
সেই ত' সেবায় আমি রব চিরদিন।
ক্রমে সেবা-কার্য্যে আমি হইব প্রবীণ।।
সেবার কৌশলে রাধাগোবিন্দ তূষিব।
কভু কভু অলঙ্কার প্রসাদ লভিব।।১৬২
স্বপ্ন-ভঙ্গে ধীরে ধীরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
ভাগীরথী পার হব পুলিন দেখিয়া।।
ঈশোদ্যান-সন্নিকটে নিজ কুঞ্জে বসি'।
ভজিব যুগল ধন শ্রীগৌরাঙ্গ-শশী।।১৬৩
স্বনিয়মে থাকি' রাধাগোবিন্দ ভজিব।
রাধাকুণ্ড বৃন্দাবন সতত হেরিব।।
অনঙ্গমঞ্জরী সখী-চরণ স্মরিয়া।
নিজ সেবানন্দে র'ব প্রেমেতে ডুবিয়া।।১৬৪
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাস-অনুদাস।
এ ভক্তিবিনোদ মাগে নবদ্বীপ-বাস।।
রূপ-রঘুনাথ-পদে আকুতি করিয়া।
নিজাভীষ্ট-সিদ্ধ মাগে ব্যাকুল হইয়া।।১৬৫
নবদ্বীপ-বৃন্দাবন-ক্ষেত্রবাসিগণ।
ঈশাক্ষেত্রে কর মোরে অচিরে স্থাপন।।
তোমাদের ক্ষেত্র এই আমি-মাত্র দাস।
তোমা সবা-সেবাচ্ছলে পাই ক্ষেত্রবাস।।১৬৬
নবদ্বীপ কর মোরে কৃপা বিতরণ।
তব কৃপা বিনা ক্ষেত্র লভে কোন্ জন।।
আমার যোগ্যতা লয়ে না কর বিচার।
জাহ্নবা-নিতাই আজ্ঞা করিয়াছি সার।।১৬৭
শ্রদ্ধায় পড়িবে যেই এ ভাব-তরঙ্গ।
উদিবে তাহার মনে শ্রীগৌর-রস-রঙ্গ।।
শ্রীস্বরূপদামোদর তারে করি দয়া।
লইবে নিজের গণে দিয়া পদছায়া।।১৬৮

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ সমাপ্ত।